[redacted]

[redacted]

ডিবি পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে চারটি স্মার্টফোন ও একটি ব্যাংক কার্ড জব্দ করা হয়। ফোনগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স, একটি সাদা রঙের অপো এ১৫এস এবং একটি গ্লোয়িং গ্রিন রঙের অপো এ৫৭। এ ছাড়া ডাচ-বাংলা ব্যাংকের একটি মাল্টি-কারেন্সি ভিসা ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়। জব্দ করা ৫টি স্মার্টফোনের ফরেনসিক পরীক্ষা করে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নিশ্চিত হয় গোয়েন্দা পুলিশ।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জব্দ করা রুপালি ও কমলা রঙের আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের প্রতিটির আনুমানিক মূল্য দুই লাখ টাকা। এ ছাড়া সাদা রঙের অপো এ১৫এস-এর মূল্য প্রায় ১৩ হাজার টাকা এবং গ্লোয়িং গ্রিন রঙের অপো এ৫৭-এর মূল্য প্রায় ১৭ হাজার টাকা। সে হিসাবে ডিভাইসগুলোর আনুমানিক মোট মূল্য চার লাখ ৩০ হাজার টাকা।

সোমবার বিকেলে এ ঘটনায় ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা বলেন, খেলনা পিস্তল দিয়ে ভয় দেখানোর ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে দুই যুবকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সময়ে জুয়া প্রতিরোধ আইনে মামলা দিয়ে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের পাশাপাশি অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহেশপুরে অনলাইন জুয়া! বাবা-

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম সহ্য করা হবে না

মেহেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, কিশোর গ্যাং সারা বাংলাদেশের মতোই মেহেরপুরে বড় একটি সমস্যা, কিশোর গ্যাং এর দৌরাত্ম কোনভাবেই সহ্য করা হবে না এবং তাদেরকে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। মাদক, জুয়া অন্যান্য অপরাধের মতোই কিশোর গ্যাং এর অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা সমান ভাবে অভিযান চালিয়ে যাব।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেল ৪ টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসকল কথা বলেন।

পুলিশ সদস্যের আচরণ, কার্যক্রম, কর্তব্যের অবহেলা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা হবে। কারোও বিরুদ্ধে যদি এরকম কোন অভিযোগ আছে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ যা যা ব্যবস্থা আছে সেগুলো গ্রহণ করা হবে, এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। আমি প্রতিটি থানায় এবং প্রতিটি সদস্যের কাছে মেসেজটি পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের থানাগুলোকে সেবা কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে এবং প্রত্যেকটি সদস্যের আচার ব্যবহার হবে পেশাদারিত্বের ভিতরে। এখানে অপেশাদার আচরণ দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

তিনি বলেন, মহাসরকে কোন ভাবে থ্রি হুইলার বা ইজিবাইক কোনভাবেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এটি বন্ধের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যারা আমাদের মাঠ পর্যায়ে রয়েছে, এটিই আমাদের অবস্থান, এই অবস্থান থেকেই আমরা কাজ করব। সড়কের মধ্যে যেসব ইজিবাই ব্যাটারি চালিত রিকশা রয়েছে এগুলো অবাক এবং নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে চলাচল করে , এগুলো যাতে সুশৃংখল ভাবে আইন মেনে চলাচল করতে পারে সেজন্য চেষ্টা অব্যাহত আছে। যেহেতু এখানে পার্কিংয়ের জায়গার অভাব আছে টার্মিনালের অভাব আছে এসবের কারণে আমরা রাস্তায় যানবাহনে জটলা দেখতে পাই বা রাস্তা বন্ধ করে করা হয় এসবের ব্যাপারেও আমরা সতর্ক আছি কাজ করে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সকল ক্ষেত্রে আমরা দৃশ্যমান পরিবর্তন অচিরেই আনতে পারব।

তিনি আরও বলেন, নবাগত পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, এই জেলায় ইতিমধ্যে আমি দেখেছি অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলার রুজু হয়েছে অনেক আসামি গ্রেফতার হয়েছে। অনলাইন জুয়ার কোন সীমানা নাই, আমরা যদি বলি এটা মেহেরপুর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটাও ঠিক হবে না। অনলাইন জুয়ার বিস্তার সব জায়গায় আছে, কিন্তু মেহেরপুরে এর প্রবণতা বেশি ইতিমধ্যে আমি তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি, এর যে মামলাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মনিটরিং করব, এই মামলার সাথে জড়িত যারা আছে তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা আমরা জোরদার করব এবং যেখানেই অনলাইন জুয়ার খবর পাবো সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালানা করবো।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খানসহ সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আজম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, দৈনিক ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি ফারুক মল্লিক, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি রামিজ আহসান, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, নিউজ টোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি ডালিম সারোয়ার, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব হল পোলেন, বাসসের জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, এশিয়া পোস্টের জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি, দীপ্ত টিভির জেলা প্রতিনিধি জাকির হোসেনসহ প্রিন্টু ইলেকট্রিক মিডিয়ার জেলা সকল সাংবাদিকবৃন্দ।

জুয়া ও মাদক অনেক অপরাধের মূল কারণ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বর্তমানে সংঘটিত অনেক অপরাধের পেছনে জুয়া ও মাদককে অন্যতম মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেছেন, শুধু অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে গ্রেপ্তার, বিচার ও শাস্তি দিলেই অপরাধ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অপরাধ কেন সংঘটিত হচ্ছে, তার মূল কারণ খুঁজে বের করে তা মোকাবিলা করতে হবে।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিরথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন- ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রীর সহকারী (রাজনৈতিক) মো. রাশেদ খান, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাছির জামাল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার-মিডিয়া অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ের সভাপতি শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন র্যাবের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এমএম বাদশাহ্।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অপরাধ দমনে শুধু অপরাধ সংঘটনের পর ব্যবস্থা নিলে হবে না; অপরাধের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। সমাজকে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে দেখতে হবে কেন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। অনেক গুরুতর অপরাধের পেছনে মাদকাসক্তি ও জুয়ার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।

অপরাধ হচ্ছে একটা উপসর্গ। দেখা যাচ্ছে অপরাধের কিন্তু রোগ হচ্ছে অন্য জায়গায় মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অপরাধের মূল কারণ চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবস্থা নিতে পারলে অপরাধের হার কমানো সম্ভব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, জুয়া ও মাদকের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধও কমানো সম্ভব হতে পারে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ক্রাইম রিপোর্টিং করতে গিয়ে সাংবাদিকরা ঝুঁকির মুখে পড়লে তাদের সহায়তার জন্য সরকারি বা করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা সরকারিভাবে চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ঝুঁকি নিয়ে ক্রাইম রিপোর্টিং করতে গিয়ে কোনো সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত হলে তাদের সহযোগিতার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে।

ক্রাইম রিপোর্টারদের কাজের ধরন অন্য অনেক বিটের সাংবাদিকদের চেয়ে আলাদা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এটি অনেকাংশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অংশ এবং এ ধরনের সাংবাদিকতায় ঝুঁকিও রয়েছে। ক্রাইম রিপোর্টারদের ক্ষেত্রটা আলাদা। এটা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের একটা পার্ট। অপরাধের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদেরও প্রযুক্তি ও নতুন ধরনের অপরাধ সম্পর্কে দক্ষতা বাড়াতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে অপরাধের ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ডিজিটাল ও সাইবার স্পেসে অপরাধের বিস্তার বাড়ায় অপরাধ শনাক্তকরণে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষা ও তথ্য বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি জানান, পুলিশের সক্ষমতা বাড়াতে শিগগিরই আধুনিক সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আধুনিক সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট ও ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

জেলা পর্যায়েও সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। থানা ও উপজেলা পর্যায়েও এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রাখার কথা বলেন মন্ত্রী।

এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ স্টাফ কলেজের পরিচালনা বোর্ডের সভায়ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় একজন অতিরিক্ত আইজিপির নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ ও প্রাতিষ্ঠানিক সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা করছে সরকার।

অপরাধের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনও পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, পুরোনো আইন দিয়ে নতুন ধরনের অপরাধ মোকাবিলা সবসময় সম্ভব হয় না।

অনলাইন ও সাইবার স্পেসে জুয়ার বিস্তারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, পুরোনো আইনের পাশাপাশি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে আইন দুর্বল হলে আসামিকে গ্রেপ্তার করার পরও দ্রুত জামিন বা মুক্তির সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাই অপরাধের ধরন ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে।

সাংবাদিকদের দায়িত্বের কথা তুলে ধরে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, অপরাধ কমাতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা তৈরিতেও গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাংবাদিকদের রিপোর্টিংয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ, বিচারব্যবস্থা এবং সাংবাদিকদের ভূমিকা সবকিছুর সমন্বয়ের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

তিনি ক্রাইম রিপোর্টারদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে ক্রাইম রিপোর্টারদের জন্য সনদ দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করার কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রিপোর্টিং ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে সনদ দেওয়া যায় কি-না, সেই বিষয়টি যাচাই করে দেখার কথা বলেন তিনি।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রিপোর্টিংয়ের মান বজায় রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সাংবাদিকদের সহযোগিতা ও সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ কমিয়ে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠন সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামীম রেজা আবারো

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

গ্রামেই প্রায় ২৫ বিঘা জমি কিনেছেন বলে এলাকাবাসীর দাবি।

এ ছাড়া সাহেবপুর গ্রামে শ্বশুর ও স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ জমি কেনার অভিযোগও পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার পর শামীম টাকার প্রভাবে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, কিছুদিন আগে শামীমের একটি অনলাইন জুয়া চ্যানেলের এক পার্টনারকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে তার টাকা ও চ্যানেল আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শামীমকে গ্রেপ্তারে মেহেরপুরে তিনবার অভিযান পরিচালনা করেছিল ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অনলাইন জুয়ার এক এজেন্টসহ দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড ও নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রুয়েরকান্দি পশ্চিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন রুয়েরকান্দি গ্রামের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে আনোয়ার হোসেন এবং একই এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে হাসান আলী।

র্যাবের লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় কয়েকজন ব্যক্তি স্মার্টফোন ব্যবহার করে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছেন। বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার

প্ল্যাটফর্মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের লোভ ও রেফারেল জুয়ার লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছে।

এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে আনোয়ার হোসেন ও হাসান আলীকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন, পাঁচটি সিমকার্ড এবং নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডিবির অভিযানে মাদক ও জুয়াড়ীসহ ৪ জন গ্রেপ্তার, ৩ মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুরে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। অভিযানে ২০ পিস ইয়াবা, ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মাদক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা শাখা সূত্রে জানা গেছে, ডিবির ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ছাতিয়ান গ্রামের মাফিক হোসেন (২৫)কে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মাফিক হোসেন ছাতিয়ান (শেখপাড়া) গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে শিমুল মিয়ার মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে শিমুল মিয়া (৩৩) ও মাইলমারী গ্রামের মিশুক-উজ-জামান (৩১)কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলার কেশবপাড়া গ্রামের দিঘীরপাড়া থেকে বেড়পাড়াগামী পাকা সড়কে অভিযান চালিয়ে লিজন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডলের ওজন ৬ গ্রাম এবং আনুমানিক মূল্য ৪ হাজার ৫০০ টাকা।

জেলা গোয়েন্দা শাখা জানিয়েছে, এসব ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও জুয়া প্রতিরোধ আইনে পৃথক মামলা করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইন ক্যাসিনো ও মাদকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট গ্রেপ্তার, জুয়ার সরঞ্জাম উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মো. মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীর বাগানবাড়ি থেকে এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আতিউর রহমান ওরফে শিশির (৩৫)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর বাবা মো. আমিনুল ইসলাম ওরফে আমাই এবং মা মোছা. ফাতেমা

খাতুন।

পুলিশ জানায়, বুধবার (১২ আগস্ট) রাত ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে মুজিবনগর থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামের লিপু গাজীর বাগানবাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় পুলিশের গাড়ির উপস্থিতি টের পেয়ে বাগানবাড়িতে অবস্থানরত অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীসহ তাঁর সহযোগীরা ক্যাসিনো পরিচালনায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ফেলে গোপন পথে পালিয়ে যায়।

পরে বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত দুটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব, একটি মোবাইল ফোন, দুটি পেনড্রাইভ, দুটি পাসপোর্ট, রূপালী ব্যাংকের একটি চেকবই, উত্তরা ব্যাংকের একটি চেকবই, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকের ১১টি ভিসা কার্ড, RedotPay-এর একটি ভিসা কার্ড, CASINO MARINA COLOMBO-এর একটি ভিআইপি কার্ড, একটি মোটরসাইকেল এবং নগদ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি টুপি গোপালপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো

এজেন্ট লিপুর বাগানবাড়িতে ডিবির অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপুর বাগানবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

এ সময় দুইটি ল্যাপটপ, একটি ফোন, একটি ট্যাব, অনলাইন জুয়ার আর্থিক লেনদেনের প্রধান অ্যাপ রেডি অ্যাপসের ‘রেডি পে মাস্টারকার্ড’, বিপুল ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ তিনটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টা থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর-শিবপুর সড়কে অবস্থিত লিপুর বাগানবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা। বিশ্বনাথপুর ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা অভিযানে সহযোগিতা করেন।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, লিপু, পরাগ ও ক্যামেলসহ দেশের ৭-৮ জন শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট বাগানবাড়িতে অবস্থান করে জুয়ার সাইটের কাজ পরিচালনা করছেন–এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গভীর রাতে অভিযান চালানো হয়। তবে দূরবর্তী স্থানে স্থাপন করা সিসি ক্যামেরায় পুলিশের গাড়ির উপস্থিতি দেখতে পেয়ে বাগানবাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে যান।

পরে তাদের গ্রেপ্তারে বাগানবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালানো হয়। একপর্যায়ে বাগানবাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা দুইটি ল্যাপটপ, একটি মোবাইল ও একটি ট্যাব ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য জব্দ করা হয়।

একই সময় বাগানবাড়ি থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনটি মোটরসাইকেল, বিপুলসংখ্যক ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং রেডি অ্যাপসের একটি রেডি পে মাস্টারকার্ড জব্দ করে ডিবি।

ডিবি পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদ আলম লিপুর নামে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৪টি সাইবার আইনে মামলা চলমান রয়েছে। তিনি বর্তমানে জামিনে রয়েছেন।

জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার পর অনলাইন জুয়া পরিচালনায় এগুলোর ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন একটি সাইবার মামলা দেওয়া হবে। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ফরেনসিক পরীক্ষা এবং সব তদন্ত কার্যক্রম শেষে হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হবে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অন্যান্য জেলাও রক্ষা পাবে

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে মেহেরপুর অনেক আগে থেকেই বিশেষ অবস্থানে আছে। আমি মনে করি, এসপি মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা নেবেন। মেহেরপুরে যদি আমরা অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে শুধু এই জেলা নয়, অনেক জেলাই এর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি। পুলিশের একটি সাইবার ক্রাইম সেল যতটা উন্নত করা যাবে, সেক্ষেত্রে অনলাইন জুয়াসহ অন্যান্য বিষয়গুলো অনেকখানি আমরা সুরাহা করতে পারব।

আজ সোমবার সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা

কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। যদি কোথাও ধর্ষণ হয়, আমার ইনস্ট্যান্ট অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি ধরতে হবে, সে যে দল-মতেরই হোক না কেন। এবং দুই সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যে কোয়ালিটি চার্জশিট দাখিল করতে হবে। কোনো মতেই নারীদের প্রতি সহিংসতা মেনে নেওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, কিশোর গ্যাং বা উঠতি বয়সে যে ছেলেরা মেহেরপুরে অপরাধ করছে, তাদের থানায় ধরে নিয়ে অভিভাবককে ডেকে দরকার হলে মুচলেকায় তাদের ছেড়ে দিতে হবে। অভিভাবকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো এখানে পুলিশের একার নয়, এখানে সাংবাদিক সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশের প্রতি নির্দেশনা এটাই আইনশৃঙ্খলা অপরাধমুক্ত করতে পুলিশের যা যা করার, তাই করবে। এখানে দল-মত নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে একই আচরণ করবে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো ধরনের ব্যারিয়ার আমাদের মধ্যে নেই। সমাজের কল্যাণের জন্য পুলিশ কাজ করবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কাজ করবে এটাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার চায়। আর এই লক্ষ্যেই আমরা এগোচ্ছি।

জেলা পুলিশ আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. জামিনুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বেন ইয়ামিন মুক্ত, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, আরটিভির জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।